1807 - যে ব্যক্তি কোন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন তার জন্য কি তওবা আছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জনকৈ ব্যক্তির জন্দিগী রাশি রাশি পাপে ভরপুর। বর্তমানে সে এক জটিল রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসা নয়োর বহু চষ্টো করওে কোন লাভ হয়নি। ডাক্তার বলছেনে, এই রোগেরে কোন চিকিৎসা নইে। এ পর্যায়ে এসে তনিি অত্যন্ত অনুতপ্ত এবং গুনাহ থকেে তওবা করতে ইচ্ছুক। যে রোগ থকেে মুক্তরি আশা নইে এমন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত এই ব্যক্তরি তওবা কী শুদ্ধ হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি জীবনরে ব্যাপারে নরিাশ হয়ে গছেে তার তওবা শুদ্ধ হবে। তার এ নরিাশার কারণ কোন রোগ হোক যমেন- ক্যান্সার। অথবা হত্যার শাস্তি তথা শরিোচ্ছদেরে মুখোমুখি হওয়া এবং জল্লাদ তলোয়ার নয়িে তার মাথার উপরে দাঁড়য়িে থাকার কারণে হোক। অথবা ববিাহতি ব্যক্তরি ব্যভচিাররে শাস্তি তথা ‘পাথর নক্ষিপেে মৃত্যুদণ্ড’ কার্যকর করার জন্য পাথর স্তূপ করার কারণে হোক। এদরে সবার তওবা শুদ্ধ হবে। কনেনা মৃত্যুর গড়গড়া শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করনে। দললি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী:“অবশ্যই আল্লাহ তাদরে তওবা কবুল করবনে, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ কর,ে অতঃপর অনতবিলিম্বে তওবা কর;ে এরাই হল সসেব লোক যাদরে তওবা আল্লাহ কবুল করনে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবদি।”[সূরা নসিা, আয়াত ১৭]।“অনতবিলিম্বে তওবা কর”ে এ কথার অর্থ হলো- মৃত্যুর আগে তওবা কর।ে যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলছেনে: “আর এমন লোকদরে জন্য তওবা নইে, যারা মন্দ কাজ করতইে থাক,ে এমন কি যখন তাদরে কারো মৃত্যু উপস্থতি হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তওবা করছি।” [সূরা নসিা, আয়াত ১৮] কন্তিু তওবার পাঁচটি শর্ত রয়ছে।ে এ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। সগেুলো হচ্ছ-ে ইখলাস (অকপটতা), কৃতপাপরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনতবিলিম্বে পাপ ছড়েে দওেয়া, ভবষ্যিতে পুনরায় গুনাহ না-করার দৃঢ় সংকল্প করা এবং তওবা কবুল হওয়ার সময়সীমার মধ্যে তওবা করা। অর্থাৎ তওবা করতে হবে মৃত্যু শুরু হওয়ার পূর্বে এবং পশ্চমি দকি থকেে সূর্যোদয় শুরু হওয়ার আগে।